খুলনা মহানগরীর সদর থানায় পুলিশ কর্তৃক শিশু বেলাল হোসেনকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১২ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ১০.৩০টায় খুলনা মহানগরীর নিরালা এলাকায় নিরালা আলকাতরা মিল থেকে মিস্ত্রিপাড়া খালপাড় রোডের বাসিন্দা গোলাম সরোয়ার ও শাহিনুর বেগমের ছেলে বেলাল হোসেন (৯) ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে খাবার কেনার জন্যে ৫/৬ টুকরো লোহার রড চুরি করে বলে জানা যায়। এই চুরির অভিযোগে সদর থানার পুলিশ সদস্যরা তাকে আটক করে। আটকের পর পুলিশ সদস্যরা হাতকড়া পড়িয়ে চোখ বেঁধে দুই হাতের আঙ্গুলে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করে বলে বেলাল ও তার মা অভিযোগ করেছেন।

পুলিশ সদস্যরা ১৩ এপ্রিল ২০১১ আনুমানিক দুপুর ১.০০টায় বেলালকে তার মায়ের কাছে হস্তান্তর করে।

অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলেঃ-

- নির্যাতিত বেলাল হোসেন
- বেলালের মা
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ বেলাল হোসেন

বেলাল হোসেন (৯), নির্যাতিত শিশু

বেলাল হোসেন অধিকারকে বলে, সে ফুলবাড়ী গেট মাদ্রাসায় তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। সংসারে অভাব অনটন এবং পড়ার খরচ যোগানো সম্ভব না হওয়ায় আর পড়াশোনা করতে পারেনি। বেলাল ১২ এপ্রিল ২০১১ সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় তার মহল্লার মিলন মিয়া নামের এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শহরের নিরালা আলকাতরা মিলে যায়। তারা সেখান থেকে ৫/৬ টুকরো

লোহার রড কুড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করে খাবার কেনার জন্যে বাসায় ফিরছিল। এসময় কয়েকজন লোক চোর চোর বলে তাদের ধাওয়া করে। তখন মিলন দৌড়ে পালিয়ে যায়। লোকজন তাকে ঘিরে ফেললে সে চোর নয় বলে জানায়। কিন্তু লোকজন তার কথা না শুনে থানা পুলিশকে খবর দেয়। সকাল আনুমানিক ১১.৩০টায় খুলনা থানার পুলিশ সদস্যরা এসে তাকে হাতকড়া পড়িয়ে নিয়ে যায়। বেলাল জানান, পুলিশ সদস্যরা তাকে নিয়ে হাজতখানার সামনের বারান্দায় বসিয়ে রাখে। বিকেলের দিকে এক পুলিশ সদস্য তার চোখ বাঁধে। চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে অন্য এক জায়গাতে নিয়ে যায়। বেলাল ধারণা করে, ঐ জায়গাটি কোন কক্ষ হবে। ওই পুলিশ সদস্য তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার উভয় হাতের আঙ্গুলে বৈদ্যুতিক শক দেয়। বৈদ্যুতিক শকে তার শরীর ঝিন ঝিনিয়ে উঠলে সে কান্না শুরু করে। কিন্তু ঐ পুলিশ সদস্য তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে চুপ থাকতে বলে। বেলাল আরো বলে, মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন শেষে তাকে কক্ষের বাইরে এনে চোখের বাঁধন খুলে দেয়। ওই পুলিশ সদস্য সন্ধ্যার দিকে তাকে খুলনা রেলওয়ে ষ্টেশনে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আরো সদস্য আছে কিনা এসব প্রশ্ন করে তাকে অনেক জায়গাতে নিয়ে যায়। তাকে পুনরায় থানায় এনে থানা থেকে শেলটার হোমে পাঠিয়ে দেয়। এরপর ১৩ এপ্রিল ২০১১ সকালে তাকে শেলটার হোম থেকে আবার থানায় এনে তার মায়ের কাছে হস্তান্তর করে।

৩০ এপ্রিল ২০১১ অধিকার এর প্রতিনিধির কাছে বেলাল বলে, পুলিশের নির্যাতনের পর থেকে এখন আর সে সুস্থ নয়। পুলিশ সদস্যরা তার ডান হাতের যে আঙ্গুলগুলোতে বৈদ্যুতিক শক দিয়েছিল সেখানে মাঝে মাঝে ব্যাথা ও ঝিন ঝিন করে। সে ঠিকমত কোন কাজ করতে পারে না। বেলাল খাবার টাকা সংগ্রহের জন্য শহরের ময়লাপোতা মোড়ের কাছে আঃ কাউয়ুম নামের এক ব্যক্তির ওয়েল্ডিং কারখানায় মাসিক ১৫০টাকা মজুরিতে কাজ নিয়েছে।

শাহিনুর বেগম (৪০), বেলালের মা

শাহিনুর বেগম অধিকারকে বলেন, ১২ এপ্রিল ২০১১ বিকালের দিকে জানতে পারেন যে, বেলালকে সদর থানার পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তিনি রাতে থানায় বেলালকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে যোগাযোগ করেন। থানা পুলিশ তাঁকে জানান, বেলালকে শহরের নিরালা এলাকায় অপরাজেয় বাংলাদেশ নামক সংস্থার শেল্টার হোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০১১ সকালের দিকে অপরাজয় বাংলাদেশ সংস্থার শিশু উন্নয়ন ব্যবস্থাপক মাহবুব আলম প্রিন্স তাঁর বাসায় এসে খবর দেন যে, বেলাল তাঁদের হেফাযতে আছে। তিনি তখন অপরাজেয় বাংলাদেশ অফিসে যান। পুলিশ সদস্যরাও সেখানে যায় এবং তাঁরা বেলালকে নিয়ে থানায় যান। থানার অফিসার ইনচার্জ একটি লেখা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলেন। তিনি সেই কাগজে স্বাক্ষর করে বেলালকে ছাড়িয়ে আনেন। বেলাল তাঁকে জানায়, পুলিশ সদস্যরা বেলালকে হাতকড়া পড়িয়ে দুচোখ বেঁধে হাতের আঙ্গুলে বৈদ্যুতিক শক দিয়েছে। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছে। শাহিনুর বেগম অধিকারকে জানান, পুলিশ বেলালকে গ্রেপ্তার করে অমানবিকভাবে নির্যাতন করেছে। তিনি অতি দরিদ্র হওয়ায় আহত বেলালকে অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাকে পারেননি। পুলিশের নির্যাতনের পর থেকে বেলাল ভয়ে চুপচাপ থাকে। মানসিক রোগীর মত আচরণ করে, তেমন কোন কথা বলে না।

মাহবুব আলম প্রিন্স, শিশু উন্নয়ন ব্যবস্থাপক, অপরাজেয় বাংলাদেশ

মাহবুব আলম প্রিন্স অধিকারকে জানান, ১২ এপ্রিল ২০১১ তিনি জানতে পারেন বেলাল নামে এক শিশুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তিনি এখবর পেয়ে থানায় যান এবং হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় সুস্থ বেলালকে তাঁর হেফাযতে নেন। তিনি আরো বলেন, বেলালকে শারীরিকভাবে সুস্থ মনে হলেও সে ভয় পেয়ে মানসিক যন্ত্রনায় ভুগছিল। ১৩ এপ্রিল ২০১১ তিনি বেলালকে থানায় নিয়ে যান এবং থানা কর্তৃপক্ষের হাতে বেলালকে বুঝিয়ে দেন। তিনি জানান, নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিটপিটিশন করার পর পুলিশ কর্মকর্তাদের শোকজ করা হয়েছিল। ওই শোকেজের জবাব পুলিশ দিয়েছে বলে জানান।

নাসির উদ্দিন (৬০), বেলালের বাড়ীর মালিক, মিস্ত্রিপাড়া খালপাড় রোড, খুলনা

নাসির উদ্দিন নিজেকে বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর সাবেক কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে অধিকারকে বেলালের বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে নিষেধ করেন। অধিকার প্রতিবেদকের সামনেই বেলালকে পুলিশী নির্যাতনের কথা কাউকে না বলার জন্যে বেলালের মা শাহিনুরকে শাসিয়ে দেন। নাসির উদ্দিন অধিকার প্রতিবেদকের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে অপ্রাসাঙ্গিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এসআই ফখরুল আলম, খুলনা সদর থানা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

এসআই ফখরুল আলম অধিকারকে জানান, ১২ এপ্রিল ২০১১ তিনি মোবাইল ডিউটিতে ছিলেন। থানার অফিসার ইনচার্জের বার্তা পেয়ে তিনি শহরের নিরালা এলাকায় আলকাতরা মিলে যান। তিনি চোরাই রডসহ বেলালকে এলাকাবাসীর কাছ থেকে আটক করে নিয়ে থানায় যান। তিনি বেলালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বেলালের সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তি ছিল বলে সে জানিয়েছে। সেই দুইজন চুরির সঙ্গে জড়িত কিনা তা তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনি বলেন, বেলালকে নির্যাতন করা হয়নি।

এসআই মনিরুজ্জামান খান, সদর থানা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

এসআই মনিরুজ্জামান খান অধিকারকে বলেন, ১২ এপ্রিল ২০১১ তিনি এসআই ফরহাদ হোসেন ও কনস্টেবল সুফিয়ানকে নিয়ে থানা এলাকায় বিশেষ ডিউটিতে ছিলেন। দুপুর আনুমানিক ২.১৫টায় অফিসার ইনচার্জ এর কাছ থেকে মোবাইল ফোনে খবর পেয়ে থানায় যান। তখন অফিসার ইনচার্জ বেলাল নামে এক শিশু আসামীকে তাঁর হেফাজতে দেন। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে বেলাল আরো দুই ব্যক্তির নাম বলেছে। ওই ব্যক্তিদের ধরতে বেলালকে নিয়ে তিনি খুলনা রেলওয়ে স্টেশনে যান। রেলওয়ে স্টেশনে আর কোন আসামীকে না পাওয়ায় বেলালকে খাবার খাওয়ান এবং থানায় নিয়ে হাজতে রাখেন। বেলালকে নির্যাতন করেননি বলে তিনি দাবী করেন।

এসআই জেলহাজ উদ্দিন, ডিউটি অফিসার, সদর থানা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

এসআই জেলহাজ উদ্দিন অধিকারকে বলেন, ১২ এপ্রিল ২০১১ এসআই ফখরুল আলম বেলালকে থানায় নিয়ে এলে তিনি হাজত খানায় নিয়ে রাখেন। বেলাল শিশু হওয়ায় তার নাম থানার রেজিস্ট্রি খাতায় লিপিবদ্ধ করেননি। পরে অফিসার ইনচার্জের নির্দেশে এসআই মনিরুজ্জামান

বেলালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। থানা হাজতে বেলালকে পুলিশ সদস্যরা নির্যাতন করেনি বলে জানান।

এসএম কামরুজ্জামান, অফিসার ইনচার্জ, সদর থানা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

এসএম কামরুজ্জামান অধিকারকে বলেন, ১২ এপ্রিল ২০১১ সকাল ১০.০০টার দিকে অপরিচিত একব্যক্তি তাঁকে জানায়, নিরালা আলকাতরার মিলে লোহার রড চুরির সময় বেলাল নামে এক শিশুকে আটক করা হয়েছে। তিনি তখন মোবাইল ডিউটিতে থাকা এসআই ফখরুল আলমকে সেখানে গিয়ে জনতার কাছ থেকে বেলালকে থানায় আনতে বলেন। এসআই ফখরুল আলম বেলালকে থানায় নিয়ে আসেন এবং ডিউটি অফিসারের কাছে বুঝিয়ে দেয়। তিনি বেলালকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছেন, বেলাল এলাকার অনেক চুরির সঙ্গে জড়িত। তিনি আরো বলেন, বেলাল শিশু বলে তাকে এনজিও অপরাজেয় বাংলাদেশএর শেলটার হোমে পাঠানো হয়। ১৩ এপ্রিল ২০১১ দুপুরের দিকে বেলালকে শেলটার হোম থেকে থানায় এনে বক্তব্য রেকর্ড করেন। পরে বেলালকে তাঁর মা শাহীনুর বেগমের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি অধিকারকে আরো জানান, বেলালকে নির্যাতন করার অভিযোগের কারণে এসআই মনিরুজ্জামান খানকে ১৮ এপ্রিল ২০১১ সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় বদলী করা হয়েছে।

আলিমুজ্জামান, সহকারি পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

আলিমুজ্জামান অধিকারকে বলেন, বেলালকে পুলিশ সদস্যরা নির্যাতন করেছে এমন খবর পাওয়ার কারণে ঘটনাটি তদন্তের জন্যে পুলিশ কমিশনার একসদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তিনি সেই কমিটির সদস্যের দায়িত্বে আছেন এবং ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তিনি জানান, তদন্তে কোন পুলিশ সদস্য বেলালকে নির্যাতন করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে ওই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে তদন্ত প্রতিবেদন তিনি অধিকারকে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

তথ্যানুসন্ধান এর বিশ্লেষণঃ

তথ্যানুসন্ধানকালে পুলিশ সদস্য, প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য নেয়া হয়। বেলাল জানায়, তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। আর পুলিশ সদস্যদের দাবী বেলালকে তারা নির্যাতন করেননি। তবে বেলালের মা জানান, বেলাল এখন মানসিক রোগীর মত আচরণ করছে। অর্থাভাবের কারণে বেলালকে তিনি চিকিৎসা দিতে পারছেন না। অর্থের অভাবে বাংলাদেশের বহু শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা লঙ্গিত হচ্ছে।

অধিকার এই নির্যাতনের ব্যাপারে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের জন্যে ও বেলালের সুচিকিৎসা ও তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্যে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-